125690 - যার পরিবারের লোকেরা মিলাদুন্নবী উদযাপন করে এবং এতে অংশগ্রহণ না করার কারণে তাকে তিরস্কার করে এমতাবস্থায় পরিবারের সাথে সে কীরূপ আচরণ করবে

প্রশ্ন

আমি মিলাদুন্নবী পালন করি না। কিন্তু পরিবারের বাকী সবাই তা পালন করে। তারা বলেন: আমার ইসলাম নতুন ইসলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি না। এ বিষয়ে কোন উপদেশ আছে কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

প্রিয় ভাই, আপনি এ বিদআতটি পরিহার করে উত্তম কাজটি করেছেন যে বিদআতটি অভ্যাসের মত মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। যারা আপনাকে নবীর অনুসরণের ঘাটতি উল্লেখ করে অপবাদ দিল অথবা ইসলামী আদর্শের উপর আপনার অবিচলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল আপনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার দরকার নেই। এমন কোন রাসূল নেই যাঁর সাথে লোকেরা তিরস্কার করেনি বা তাঁর বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীনদারির উপর অপবাদ দেয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এমনভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রাসূল আগমন করেছে, তারা বলেছে যাদুকর কিংবা উন্মাদ।"[সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫২] নবীদের জীবনে আপনার জন্য উত্তম আদর্শ। সুতরাং আপনি যে কষ্ট পাচ্ছেন এতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করুন।

দুই:

আপনার জন্য নসিহত হচ্ছে- আপনি তাদের সাথে কোন আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলবেন। যদি এদের মধ্যে জাগ্রত বিবেকের কেউ থাকে যে কথা শুনে ও বুঝতে চেষ্টা করে তাহলে তার সাথে আলোচনা করতে পারেন। বাছাই করে এ ধরণের ব্যক্তিদেরকে আপনি মিলাদের স্বরূপ, এর হুকুম, এটি সঠিক না হওয়ার দলিল জানাতে পারেন। তাদের কাছে আপনি নবীকে অনুসরণ করার মর্যাদা ও বিদআত প্রচলন করার খারাপ দিকটি তুলে ধরতে পারেন। যদি আপনি এমন কাউকে দেখেন তাহলে তাদের সাথে নিম্নোক্ত পন্থায় সংলাপ করতে পারেন এবং তাদেরকে নসিহত করতে পারেন।

১. তারা যেখানে শেষ করেছে আমরা সেখান থেকে শুরু করব। তারা আপনাকে বলছে: আপনার ইসলাম নতুন ইসলাম। আমরা

বলব: কোনটা আগে শুরু হয়েছে- মিলাদ করা; নাকি মিলাদ না করা? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ন্যায়বান ও বিবেকবান ব্যক্তির উত্তর হবে: যারা মিলাদ পালন করে না তারাই আগে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম উবাইদি যুগ পর্যন্ত মিলাদ করেনি। উবাইদিদের পর মিলাদ করা শুরু হয়েছে। সুতরাং কার ইসলাম নতুন?!

২. আমরা যদি দেখি- কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি ভালবাসে? সাহাবায়ে কেরাম; নাকি তাদের পরবর্তী যামানার লোকেরা? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বিবেকবান লোকের জবাব হবে: সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি ভালবেসেছে এবং বেশি সম্মান দিয়েছে। তারা কি মিলাদ পালন করেছেন?! মিলাদপালনকারী এ লোকদের পক্ষে কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পাল্লা দেয়া সম্ভব?! ৩. আমরা যদি প্রশ্ন তুলি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার অর্থ কী? প্রত্যেক বিবেকবান ও ন্যায়বান ব্যক্তির মতে, নবীর আদর্শের অনুসরণ ও তাঁর প্রদর্শিত পথে চলা। যদি মিলাদপালনকারী এ লোকগুলো তাদের নবীর আদর্শ আঁকড়ে ধরত এবং তাঁকে অনুকরণ করে পথ চলত তাহলে রাসূলের প্রেমিক সাহাবায়ে কেরাম ও নবীর অনুসারীগণ যা করেছেন এদের জন্যেও তা তা করা-ই যথেষ্ট হত এবং তারা বুঝতে পারত যে, পূর্ববর্তীদের অনুকরণ করার মধ্যেই কল্যাণ; আর পরবর্তীদের নবপ্রচলনের মধ্যেই অকল্যাণ। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার আলামত শীর্ষক অধ্যায়ে বলেন: "যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে তাকে অগ্রাধিকার দেয়। তার সাথে সাদৃশ্য অর্জনকে প্রাধান্য দেয়। তা না হলে সে ভালবাসা সত্য নয়; বরং নিছক দাবিমাত্র। যে ব্যক্তি সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসে এর আলামত তার মধ্যে দেখা যেতে হবে। প্রথম আলামত হচ্ছে: সুসময়ে, দুঃসময়ে, কর্মোদ্দীপনা ও অলসতা সর্বাবস্থায় তাঁর অনুকরণ, তাঁর আদর্শের অনুসরণ, তাঁর কথা-কাজ-নির্দেশের অনুগমন, তাঁর নিষেধগুলো পরিহার, তাঁর শিষ্টাচারগুলো গ্রহণ। এর প্রমাণ রয়েছে আল্লাহর বাণীতে "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর; এতে করে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৩১]

তাঁর শরিয়তকে অগ্রাধিকার দেয়া, আত্মপ্রবৃত্তি ও নিজ-মতের পরিবর্তে তাঁর শরিয়তের অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।" [সূরা হাশর, আয়াত: ৯]

আল্লাহর রোষানলে পতিত হওয়ার জন্য বান্দাকে নারাজ করা:

যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পূর্ণ ভালবাসে। যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে কিঞ্চিত ঘাটতি করে তার ভালবাসাতে ঘাটতি আছে; তবে সেও তাঁদেরকে ভালবাসে। [আস-শিফা বি তারিফি হুকুকিল মুস্তাফা (২/২৪-২৫)]

৪. আমরা যদি নবীর মলিাদ বা জন্মতারখি নয়িে পর্যালোচেনা আসি- এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সাব্যস্ত কনিা? বপিরীত দকিে তাঁর মৃত্যু তারখি নয়িওে পর্যালোচেনা করি এ তারখি সাব্যস্ত কনিা? নঃিসন্দহেে প্রত্যকে ববিকেবান ও ন্যায়বান ব্যক্তরি উত্তর হবে- নবীর জন্মতারখি সাব্যস্ত হয়নি। কন্তিু নবীর মৃত্যুতারখি সুনশ্চিতিভাবে সাব্যস্ত হয়ছে। আল্লাহ তার প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। যদি আমরা সরিাত গ্রন্থগুলো পর্যালোচেনা করি তাহলে দখেব সরিাত লখেকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মতারখিরে ব্যাপারে একাধকি অভমিত ব্যক্ত করছেনে:

১. সোমবার ২ রা, রবউিল আউয়াল।

২. ৮ই, রবউিল আউয়াল।

৩. ১০ই, রবউিল আউয়াল।

৪. ১২ই. রবউিল আউয়াল।

৫. যুবায়রে ইবনে বাক্কার বলনে: তনিি রমজান মাসে জন্মগ্রহণ করছেনে।

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মতারখি জানার উপর দ্বীনরে কোন কছিু নর্িভর করত তাহলে সাহাবায়ে করোম অবশ্যই তাঁকে এ বষিয়ে জজ্ঞিসে করতনে অথবা তনিি নজিইে তাদরেকে এ ব্যাপারে অবহতি করতনে। অথচ এর কোনটি ঘটনেি।

পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামরে মৃত্যু তারখিরে ব্যাপারে কোন মতভদে হয়নি। তাঁর মৃত্যু তারখি হজিরী ১১ সালরে ১২ই রবউিল আউয়াল। এরপর আমরা যদি দখেি এ বদিআতপন্থী লোকগুলো কখন মলিাদুন্নবী (নবীর জন্মবার্ষকিী) পালন কর? তাঁর মৃত্যুবার্ষকিীর দনি। উবাইদি সম্প্রদায় (যারা বংশ পরচিয়ে জালয়িাতি করে নজিদেরেকে ফাতমো রাঃ এর সাথে সম্পৃক্ত করে ফাতমেী দাবী কর) এভাবে এ কর্মরে প্রচলন করে গছেনে এবং লোকরো নর্িবোধরে মত এটাকে গ্রহণ করে নয়িছে। অথচ তারা ছলি জন্দিকি, নাস্তকি বা ধর্মত্যাগী সম্প্রদায়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মৃত্যুতে ফুর্তি করার জন্য এমন একটি উপলক্ষরে উদ্ভব করছে। এর জন্য তারা জমায়তে হত এবং খুশি প্রকাশ করত। আর নর্িবোধ মুসলমানদরেকে এভাবে ধোকা দতি য, তাদরে অনুকরণে এ অনুষ্ঠান করার মান- নবীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা। এভাবে তারা তাদরে নকিৃষ্ট ও মন্দ উদ্দশ্যে বাস্তবায়নে ও ভালবাসার অর্থকে বকিৃত করণে সফল হল। তাদরে কাছে নবীর ভালবাসা হচ্ছ- মলিাদরে কাসদিা পড়া, সরিনি ও মষ্টিি বতিরণ, নাচরে আয়োজন, নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো, ঢোল বাজানো, বপের্দাপনা, পাপাচার, বভিন্নি বদিআতী দুআ ও শরিকী কথাবার্তা, যগেুলো মলিাদরে মজলসিে বলা হয়ে থাক। এ বদিআতরে কদর্যতা এ ওয়বে সাইটরে 10070, নং প্রশ্নোত্তরে বস্তিারতিভাবে তুলে ধরা হয়ছে।

প্রয়ি প্রশ্নকারী ভাই, প্রয়ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুকরণরে উপর ধর্যৈ ধারণ করুন। তাঁর

বরিুদ্ধাচারণকারীদরে সংখ্যাধক্যি দখেে বভি্রান্ত হবনে না। আমরা আপনাকে ইলমে দ্বীন অর্জন ও মানুষরে উপকার করার পরামর্শ দচ্ছি। এ ধরণরে ইস্যু যনে পরবিাররে সদস্যদরে থকেে আপনাকে বচ্ছিন্নি করে না রাখে। কারণ তারা এমন লোকদরে তাকলদি করছনে যারা মলিাদরে জলসাগুলো জায়যে হওয়ার, এমনকি মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দয়ে। তাই এ বদিআতরে বরিোধেতিা করার সময় তাদরে সাথে কোমল হওয়া উচতি। কথা, কাজ ও আখলাকরে সৌন্দর্যতা ফুটয়িে তুলতে সচষ্টে থাকা উচতি। নবীর অনুসরণরে প্রভাব আপনি আপনার আচার-আচরণ, ইবাদত-বন্দগেরি মাধ্যমে তাদরে কাছে ফুটয়িে তুলুন। আমরা আপনার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফকিরে দুআ করছি।

আল্লাহই ভাল জাননে।